দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... ০৪ JUN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... 2 ...

দেশজুড়ে স্কুলে সাংস্কৃতিক চর্চা কার্যক্রম শুরু হচ্ছে

মৌলবাদী আগ্রাসন রুখতে সংস্কৃতিমনা প্রজন্ম গড়ে তুলতে হবে: সংস্কৃতি মন্ত্রী

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সংস্কৃতি মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর বলেছেন, স্কুলপড়ুয়া শিশু-কিশোরদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠবার ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে সরকার দেশব্যাপী সাংস্কৃতিক কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে। হোলি আর্টিজান, শোলাকিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে জঙ্গি হামলার সাথে যারা জড়িত ছিল, তাদের অধিকাংশই তরুণ এবং তারা প্রায় সকলেই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল। কিন্তু তাদের ভেতরে কোনো সাংস্কৃতিক শিক্ষা ছিল না। শিশুদের মৌলবাদী আগ্রাসন থেকে রুখতে স্কুল থেকেই সাংস্কৃতিক আবহে গড়ে তুলবার এ পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

এ উপলক্ষে গতকাল বুধবার শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা সেমিনার কক্ষে আয়োজিত সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ সব কথা বলেন। সভায় এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি সচিব ইব্রাহিম হোসেন খান ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী এবং নির্বাচিত জেলাগুলোর এ কার্যক্রম পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা।

তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় সংস্কৃতি চর্চাকে তৃণমূলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই সাংস্কৃতিক চর্চা কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে। আপাত দৃষ্টিতে খুব ছোট পরিসরে এ কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। ধীরে ধীরে কার্যক্রমটি বৃহৎ পরিসরে যাবে। এ সাংস্কৃতিক চর্চা কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সংস্কৃতিমনা তরুণ প্রজন্ম গড়ে তোলা। এর মধ্যে দিয়ে সকলেই যে শিল্পী হয়ে উঠবে তা নয়। আমাদের প্রত্যাশা এর মধ্যে দিয়ে কেউ সঙ্গীতের ভালো শ্রোতা, কেউ সাহিত্যপ্রেমী, কেউ শিল্পপ্রেমী হয়ে গড়ে উঠুক।

দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে 'সাংস্কৃতিক চর্চা কার্যক্রম' শুরু করতে যাচ্ছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়। এ বছর ১৮টি জেলায় পরিচালিত হবে এ কার্যক্রম। এ আঠারটি জেলায় নির্বাচিত ১০টি করে মোট ১৮০টি বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম চলবে। এর জন্য জেলা প্রতি ৬ লাখ ৫৫ হাজার টাকা করে মোট ১ কোটি ১৭ লাখ ৯০ হাজার টাকা দেয়া হবে। এ ছাড়া ১৮০টি বিদ্যালয়ে ১টি হারমোনিয়াম ও ১ সেট তবলা সরবরাহ করা হবে। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে সপ্তাহে ১ দিন করে সারাবছর সঙ্গীত, নৃত্য ও যন্ত্রানুষঙ্গ বাদন প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মাধ্যমের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।